দেগঙ্গায় হিন্দুর উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের প্রতিবাদে

হিন্দু সংহতি-র ডাকে

১৮ সেপ্টেম্বর দেগঙ্গা চলো

গত ৬,৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ দেগঙ্গা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় ৮টি গ্রাম ও বাজারে ৫০০ হিন্দুর বাড়ি ও দোকান লুট হয়ে গেল, ৫টি হিন্দু মন্দির ভাঙা হল ও অপবিত্র করা হল, বহু হিন্দু বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল, বহু হিন্দু আহত হল, অনেক হিন্দু নারীর অসম্মান হল। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতে পারলো না। কারণ খবরের কাগজ ও মিডিয়া চুপ। তাই সাধারণ মানুষকে হিন্দুর উপর এই অত্যাচারের কথা জানাতে 'হিন্দু সংহতি' আজ রাস্তায় নেমেছে।

দেগঙ্গা থানার ঠিক পাশে চট্টলপল্লীতে ২৯ বছরের পুরানো একটি দুর্গাপূজা ও মুসলিমদের একটি কবরস্থানকে কেন্দ্র করে একটা সামান্য বিবাদ ছিল। তারই পরিণামে হিন্দুর উপর হল এই গণ অত্যাচার। ৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার বেলা ১১টা থেকে হিন্দুর উপর মুসলিমদের এই প্রচণ্ড অত্যাচারকে থামাতে জেলা প্রশাসন ১৫টি থানার আই.সি., ও.সি. ও পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে এসেও উন্মত্ত মুসলিম জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। র‍্যাফও পারেনি। বহু পুলিশ, র‍্যাফ, দুজন ডি.এস.পি., দেগঙ্গার ও.সি. ঐ মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছেন। আর হিন্দুরা হারিয়েছে সবকিছু, হয়েছে নিঃস্ব। দুদিন পর ৭ সেপ্টেম্বর রাত্রে ব্যর্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেগঙ্গায় সেনা নামাতে বাধ্য হয়েছেন। এরপরেও তিনি নির্লজ্জের মতো গদি আঁকড়ে পড়ে আছেন কেন, বোঝা কঠিন।

৬ তারিখ রাত্রিটা নিরাপদে কাটলেও ৭ তারিখ সকাল থেকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই আবার পুড়ল হিন্দু গ্রাম, লুট হল হিন্দুর বাড়ি ও দোকান। এই তিনদিনে ৩টি বড় বাজারে বেলিয়াঘাটা, দেগঙ্গা ও কার্তিকপুরে হিন্দুদের কয়েকশো দোকান সম্পূর্ণ লুট হয়ে গেল। কার্তিকপুর, দেগঙ্গা, বুড়ির দরগা, থানা পাড়া, হাসপাতাল পাড়া ও আরো কয়েকটি গ্রামে হিন্দুর বহু বাড়ি লুট হল, ভাঙা হল ও পোড়ানো হল। মেয়েদের গায়ে হাত পড়ল।

আর দেগঙ্গা বাজারে কালীমন্দির, বিপ্লবী কলোনি কালীমন্দির, কার্তিকপুর শনিমন্দির, খেজুরডাঙ্গা দুর্গামন্দির, বেলেঘাটা নির্মীয়মান হরিমন্দির ভাঙা হল ও অপবিত্র করা হল। প্রশাসন এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার ও পবিত্রতা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর সবথেকে লজ্জার কথা যে একজন জনপ্রতিনিধি, বসিরহাটের এম.পি. হাজি নুরুল ইসলাম প্রথমদিন এই তাণ্ডবে প্ররোচনা দিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর প্ররোচনায় দেগঙ্গা বাজারের মসজিদে জোর করে মাইক লাগিয়ে দেওয়া হল।

মুসলিম ভোট লোভী রাজনৈতিক দল—শাসক সি.পি.এম. ও বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই হিন্দুর উপর এই অত্যাচারে নীরব। অথচ বাবরি মসজিদ ও গুজরাটের ব্যাপারে এরা কতো চিৎকারই না করেছেন। তাই হিন্দু আজকে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে ভারতে হিন্দুরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? আর বাংলার হিন্দু ভাবছে—একবার বাংলা ভাগ হয়েছে, হিন্দু রিফিউজি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্লজ্জ আত্মঘাতী মুসলিম তোষণনীতির ফলে আর একবার কি বাংলার হিন্দুকে রিফিউজি হতে হবে?

আজ উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা দুই জেলাতেই বহু স্থানে হিন্দুর প্রাণ, সম্পত্তি, সম্মান ও ধর্ম বিপন্ন। দুই জেলাতেই বহু ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। বহু এলাকাতে মিনি পাকিস্তান তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বাড়ছে। তাই হিন্দুর ভাগ্যে আর এক চরম দুর্যোগ নেমে আসছে।

দেগঙ্গার হিন্দুর উপরে এই নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে হিন্দু সংহতি 'দেগঙ্গা চলো' ডাক দিয়েছে। আমাদের দাবী ঃ

১। অত্যাচারী হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দান। ২।নিঃস্ব হয়ে যাওয়া হিন্দুদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন।
৩। মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণ। ৪। দাঙ্গায় প্ররোচনাকারী এম.পি. হাজি নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার।
৫। হিন্দুর মন্দির ও নারী জাতির অপমানের জন্য শাসক দল ও বিরোধী দলের জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা।

দেগঙ্গায় ৮টি গ্রামে হিন্দুর দোকান ও বাড়ি লুট, ঘর পোড়ানো, হিন্দু মন্দির ধ্বংস ওহিন্দু নারীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে

তপন কুমার ঘোষ-এর নেতৃত্বে

হিন্দু সংহতি -র ডাকে দেগঙ্গা চলো

জমায়েত ঃ বারাসাত কাছারি ময়দান, ১৮ সেপ্টেম্বর শনিবার,বেলা ১১টা

হিন্দু সংহতি-র পক্ষে প্রকাশচন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত এবং মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।